জন্ম ও বৈবাহিক সূত্রে একজন হিন্দু ব্রাহ্মনের আত্মকথাঃ
(Born and Married a Hindu Brahmin)

আমার নাম এম, জে। এক হিন্দু ব্রাহ্মন পরিবারে আমার জন্ম হয়েছিল। আমার কাছে আমার পৈত্রিক ধর্মের কোন গুরুত্ব ছিল না। আমাদের পরিবারে আমার ঠাকুরমা সমস্ত ধর্মীয় আচার–অনুষ্ঠানাদি করতেন এবং কোন কোন সময় আমাদের মত ছোট ছেলে–মেয়েদেরকে তিনি মাটির মূর্ত্তিগুলির সামনে মাথা নুইয়ে প্রনাম করতে বলতেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমি সচেতন ছিলাম এবং ঈশ্বর কে? এ সম্বন্ধে আমি চিন্তা করতাম। ঈশ্বরকে কিভাবে জানা যায় এবং আরো অনেক বিষয় নিয়ে আমার মনে প্রশ্ন ছিল। আমার মনে প্রশ্ন ছিল যে কি করে পাথর ঈশ্বর হতে পারে এবং মানুষের তৈরী মাটির প্রতিমা কিভাবে দেব–দেবী হতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর আমি কখনো পাইনি।

আমার স্ব–জাতি হিন্দু ব্রাহ্মন পরিবারেই আমার বিবাহ হয়েছিল। আমার স্বামী প্রতিমা পূজা করতে খুবই পছন্দ করতেন। যদিও আমি আমার স্বামীর সাথে মন্দিরে যেতাম কিন্তু আন্তরিকভাবে আমার কাছে ভাল লাগত না এবং আমি এসব কিছু করার মধ্যে কোন শান্তি পেতাম না। আমার স্বামী আমাকে ভালবাসতেন এবং আমাদের দুইজন ছেলে সন্তান ছিল যারা আমার কাছে খুবই প্রিয় ছিল। তথাপি আমার জীবনে যেন একটি শূন্যতা বিরাজ করছিল। আমি নিরবে সত্য ঈশ্বরকে খোঁজ করছিলাম। কখনো আমার অন্তরে মাটির প্রতিমার উপাসনা করার জন্যে আমি সাড়া পাইনি এবং মন্দিরে যেখানে মাটির প্রতিমার পূজা হত সেখানে আমার স্বামীর সাথে যাওয়া আমি প্রায়ই বন্ধ করেছিলাম।

১৯৯২ সালে আমার বড়ভাই এবং তার পরিবার নিয়ে আমেরিকা থেকে আমাদের কাছে বেড়াতে এসেছিলেন। আমার বড়ভাই আমেরিকাতে পড়াশুনা করার পরে ওখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করা শুরু করেছিলেন। তিনি যীশু খ্রীষ্টকে ব্যক্তিগতভাবে গ্রহনের মাধ্যমে তাঁতে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। আমাদের কাছে যখন তিনি ছিলেন তখন তিনি আমার সাথে এবং পরিবারের অন্যদের সাথে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন। খ্রীষ্টের উপরে তার এত দৃঢ় বিশ্বাসের গভীরতা এবং শক্তি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। তার জীবনের এক অপূর্ব পরিবর্তন দেখে আমি আশ্চার্য্য হয়েছিলাম। মাটির প্রতিমার উপাসনা করে আমি ঠিক না ভুল করছিলাম এটাই আমি বুঝতে পারছিলাম না। আমার বড়ভাই আমাকে বলেছিলেন যে ঈশ্বর বাইবেলের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেছেন এবং তিনি দেখিয়েছেন যে এই পৃথিবীতে তাঁর পুত্র যীশুর উপরে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে কিভাবে ধার্মিকতার জীবন–যাপন করা যায়। আমার কাছে একটি বাইবেল পাঠিয়ে দিতে তাকে আমি অনুরোধ করেছিলাম। তিনি আমাকে একটি বাইবেল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বাইবেলটি আমি স্বযত্নে পড়ার মধ্যদিয়ে ঈশ্বর এবং যীশুকে জানা শুরু করেছিলাম।

এরপর আমি অনেক গীর্জায় গিয়ে খৃষ্টানরা কিভাবে উপাসনা করে তা দেখতে শুরু করেছিলাম। ১৯৯৩ সালে আমার বড়ভাই আমাকে আমেরিকায় যাওয়ার জন্যে নিমন্ত্রন দেন এবং আমেরিকায় পৌঁছিয়ে আমি আমার ভাইকে প্রথম যে কথাটি বলেছিলাম তা হচ্ছে তিনি যেন আমাকে গীর্জায় নিয়ে যান। প্রথম রবিবার আমি আমার ভাইয়ের সাথে যে গীর্জায় গিয়েছিলাম তা ছিল, গ্রেস ভেলি খৃষ্টান সেন্টার, ডেভিস, কেলিফোর্নিয়া। উপাসনা চলাকালিন সময় ঈশ্বরের আত্মা আমার হৃদয়ে কথা বলে এবং আমি অনুভব করেছিলাম যে সত্য ও জীবন ঈশ্বরের সামনে আমি উপস্থিত হয়েছি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি একজন পাপী হলেও যীশু আমাকে ভালবাসেন এবং তিনিই একমাত্র আমার পাপের ক্ষমা করে আমাকে মুক্তি

দিতে পারেন। আমি আমার এই অভিজ্ঞতার কথা আমার ভাইয়ের কাছে বলার পরে তিনি আমাকে গ্রেসভেলির পালক রেভাঃ পি, জি, ম্যাথির্ডয়ের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। রেভাঃ ম্যাথির্ড আমার কাছে খ্রীষ্টের সুসমাচার সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। যীশুকে আমার জীবনের প্রভু ও ত্রানকর্তা হিসেবে গ্রহন করতে আমি যখন মনে-প্রানে সিদ্ধান নিয়েছিলাম তখন রেভাঃ ম্যাথির্ড আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আমার স্বামী একজন হিন্দু ব্রাহ্মন, তিনি কি যীশুকে গ্রহন করার পরে আমাকে গ্রহন করবেন? তার কাছে আমার উত্তর এই ছিল যে "আমার ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করবেন এবং তিনিই আমার তত্ত্বাবধান করবেন।" রেভাঃ ম্যাথির্ড আমার কাছে বাইবেলের যে পদটি পাঠ করেছিলেন তা হচ্ছে মথি ১১:২৮, "হে পরিশ্রান ও ভারাক্রান লোক সকল আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব।" তার পরে যীশুকে আমি আমার জীবনের ব্যক্তিগত ত্রানকর্তা হিসেবে গ্রহন করেছিলাম।

১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, আমি খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হয়ে জীবন ঈশ্বরের একজন সন্তান হয়েছিলাম। তখন থেকে আমার হৃদয়ে অনেক আনন্দ ও শান্তি রয়েছে। আমেরিকায় আমার ছুটি কাটানোর পরে ১৯৯৩ সালের নভেম্বর মাসে আমি এক পরিবর্তিত মানুষ হিসেবে ভারতে ফিরে এসেছিলাম। আমি আমার স্বামী এবং দুই ছেলের কাছে আমার এই নতুন বিশ্বাসের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং তখন থেকে তাদের জন্য প্রার্থনা করা শুরু করেছিলাম। যদিও আমি একা প্রার্থনা করতাম কিন্তু ঈশ্বর দিনের পর দিন আমাকে শক্তি যোগাতেন এবং একটি হিন্দু ব্রাহ্মন পরিবারের মধ্যে একমাত্র আমি একাই খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হওয়ার জন্যে সব কিছুরই আমি সম্মুখীন হয়েছিলাম। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি সে সকল কঠিন অবস্থ থেকে পার হয়েছিলাম। আমার ভাই, রেভাঃ ম্যাথির্ড এবং গ্রেসভেলি মণ্ডলীর সকল বিশ্বাসী ভাই-বোনেরা আমাকে দিনের পর দিন উৎসাহ দিয়েছেন এবং আমার জন্যে বিশ্বস্তভাবে তারা প্রার্থনা করেছেন যেন আমি সকল কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও খ্রীষ্টে বিজয়ী জীবন যাপন করতে পারি।

ঈশ্বর আমাকে অনেকভাবে আশির্বাদ করেছিলেন এবং ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমার স্বামী এবং আমার দুই ছেলে যীশুকে তাদের জীবনের প্রভু ও ত্রানকর্তা হিসেবে গ্রহন করে। এখন পরিবারগতভাবে আমরা সকলে মিলে এক পরম শান্তি, আনন্দ ও সাফল্যপূর্ন জীবন যাপন করছি। আমরা এখন পরিবারগতভাবে খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হয়েছি ও কলকাতাতে একটি মণ্ডলীতে আমরা উপাসনায় যোগ দিচ্ছি। আমরা প্রভু যীশুতে দিনের পর দিন বিশ্বাসে বৃদ্ধি পাচ্ছি। প্রভুর প্রশংসা করি তিনি আমাদের জীবনে এই আশ্চার্য্য কাজটি করেছেন। যারা সত্য ও প্রেমময় ঈশ্বরের অনুসন্ধান করছে তাদের কাছে আমার এটা আত্মসাক্ষ্য। যীশু খ্রীষ্ট যিনি আমার সকল পাপ কালভেরি ক্রুশের উপরে বহন করেছিলেন তিনিই আমাকে শান্তি ও আনন্দ দিয়েছেন যে শান্তি ও আনন্দ নিয়ে আমি তাঁর সাথে চিরকাল স্বর্গে বসবাস করব। আমেন।